

ব্যাক থেকে বেটার অফার পেয়ে লাফ মেরেছিলেন ওই ডিভিশনাল হেড। তাঁর শাগরেদ বাহিনীর কথায়, রক্তের ঋণ না চুকিয়েই! একজন ব্র্যান্ড ম্যানেজারকে চিনতাম। যে মাসে টার্গেট অ্যাচিভ করতেন,

ধাওয়ান। ভারতে বানানো কৃত্রিম উপগ্রহ রোহিনীকে কক্ষপথে স্থাপন করা নিয়ে তৎপরতা তুঙ্গে। দেশ তো বটেই, সারা পৃথিবীর মিডিয়ায় নজরে তখন ওই রোহিনী। কালাম ছিলেন এর প্রোজেক্ট ডিরেক্টর।

একদিন সেই বিজ্ঞানীদেরই একজন এসে কালামকে বললেন, 'স্যার, বাড়িতে ছেলেমেয়েদের বলে এসেছি একটা প্রদর্শনীতে নিয়ে যাব। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে যাব আজ।' কালাম সম্মতি দিলেন। এদিকে

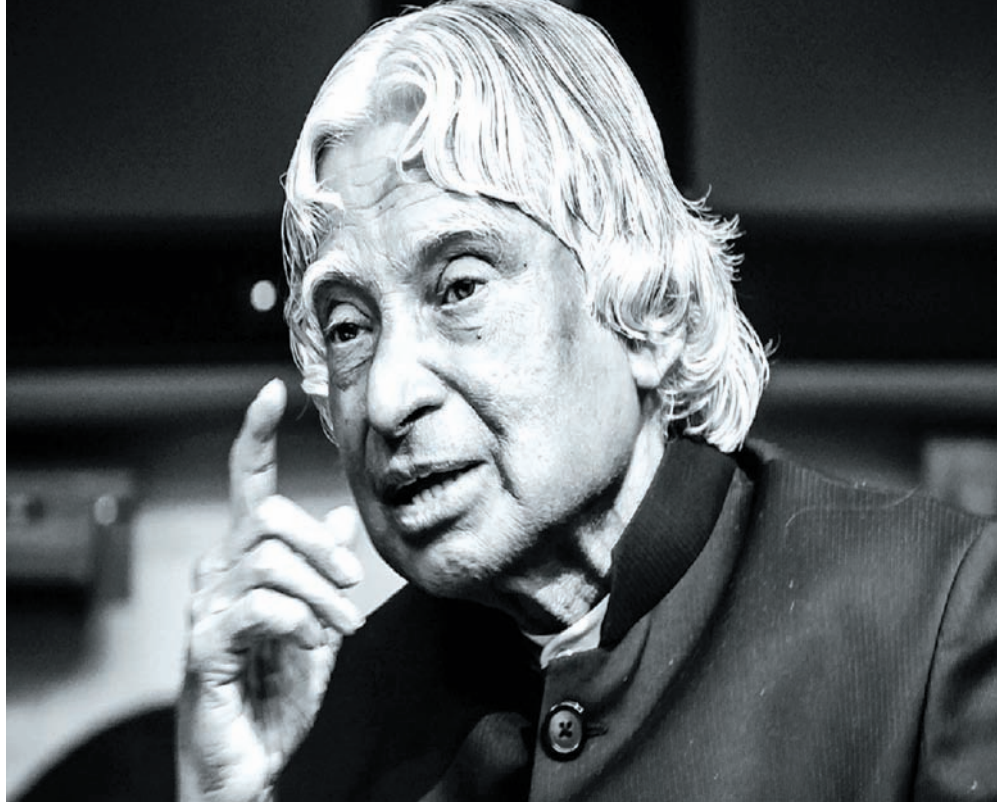
তাঁর সঙ্গে কাজ করেন তাঁদের প্রয়োজন, তাঁদের প্রত্যাশাকে তিনি এগিয়ে রাখার চেষ্টা করেন সবার আগে, নিজের চাহিদাভরা কৌটোটার থেকে অনেক এগিয়ে। আরও সহজভাবে বলতে গেলে, ক্ষমতার পিরামিডের উপরে বসে নয়, একদম নিজের সিঁড়িতে বসে দলের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত রেখে কাজ করাটাই একজন সত্যিকারের সার্ভেন্ট লিডারের পরিচয়। হৃদমাবারে একটা সত্যি, একটা বিশ্বাস তাঁরা লালন করে চলেন আজীবন। তিনি আছেন বলে তাঁর দল তাঁর জন্য কাজ করে না। বরং, তাঁর টিমটা আছে বলেই তিনি নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পান।

প্রসঙ্গত, ১৯৭০ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে সার্ভেন্ট লিডারশিপ কথাটার প্রথম উল্লেখ করেছিলেন রবার্ট কে গ্রিনলিফ। এই সু-ব্যবহার আসলে তো এক দর্শন। লাও সু নামে একটা চিনা দার্শনিক ছিলেন। তিনি বেঁচেছিলেন সম্ভবত ৫৭০ থেকে ৪৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। আড়াই হাজারেরও বছর আগে লেখা তাঁর একটা রচনায় পাওয়া যায় - সবচেয়ে ভাল, মহৎ শাসক হলেন এমন একজন মানুষ যাঁর অস্তিত্ব সাধারণ লোকেরা বুঝতেই পারে না। তার পরের ধাপে যে শাসকেরা বসেন, তাঁদের লোকেরা ভালবাসে, প্রশংসাও করে। তার নীচের ধাপের রাজাদের প্রজারা ভয় পায়। আর এর পরের ধাপের প্রভুদের লোকেরা অগ্রাহ্য করে, প্রতিরোধ করে। লাও সু আরও বলেছিলেন, একজন সাচ্চা শাসক য'খন কোনও কাজ শেষ করেন, প্রজারা সবাই ভাবেন, কাজটা তো করেছি আমরাই। বাজারে সেক্স-হেন্স ম্যানেজমেন্টের চকচকে বইয়ের বইয়ের ভারি, দামী তত্ত্বকথাগুলো এই সামান্য কয়েকটা লাইনের কাছে কেমন যেন ঝিকিয়ে যায়।

কাজের জায়গায়, কোটি কোটি মানুষের রুটি-রুজির প্রশ্ন যেখানে, সেখানে নিশিদিন মন খারাপের তারসানাই বাজলে চাকরি যে দিচ্ছে আর চাকরি যে নিচ্ছে - দু'পক্ষের কোনও ভরফেরই সিঁকিলাভ হয় না। বহুল প্রচারিত ইংরিজি দৈনিকের কেরিয়ার সংক্রান্ত পাতায়, জাতীয়-আন্তর্জাতিক এইচআর সংক্রান্ত জার্নালে তাবড় তাবড় বিশেষজ্ঞরা অফিস কাছারিতে পজিটিভ এনার্জির ফোয়ারা ছোটানোর উপরে জোর দেন। নিউজপ্রেস্টের সঙ্গে এমন নীতিগুলোরও ঠোঙা হয়ে যেতে বেশিদিন লাগে না। অফিস কালচার বা কর্মক্ষেত্রের সংস্কৃতির বাহক তো এসব মোটা এইচআর ম্যানুয়াল নয়।



আসল বাহক সেখানকার মানুষরাই। বহু লোককে উপরমহলের খিস্তিখেউড়, অপমান সহ্য করার পর দাঁতে দাঁত চিপে শোনদৃষ্টিতে বলতে শুনেছি, 'একদিন ওই চেয়ারটাতে বসার সুযোগ পাই। সব শোখ তুলব'। শোখ তোলার মানোটা যা দাঁড়ায় তা হল, আমাকে যেভাবে এন্ট্রপ্লয়েট করা হয়েছে এতদিন, এর দ্বিগুণ করব আমি আমার টিমকে। এই জায়গাতেই সবচেয়ে বড় ভুলটা করে ফেলি আমরা। পূর্বসূরির দেখানো পথে 'সেই বুকে দিলি য'খন পা, এবার তোরা হেঁচট খা' না বলে ওই পথের দু'ধারে কয়েকটা ফুলগাছ বসানোর কথাও তো ভেবে দেখা যেতে পারে। এটা গাঁধীগিরি নয়। বরং, সবাই মিলে একটি অন্যরকমভাবে একটা সিস্টেম বদলানোর চেষ্টা, যাতে মুখে একটু হাসি রেখেও কাজ করা যায়, করানো যায়। বিজ্ঞান কিন্তু বলে, মন ভাল থাকলে কাজে প্রোডাক্টিভিটিও বাড়ে। এতে লাভ কার? সার্ভেন্ট-লিডার হওয়া সোজা কথা নয়। আমাদের ঠুনকো ইগো তাতে ভেঙে পড়ে বানবান। টুকরোগুলোকে তুলে নিয়ে, একটু অন্যরকমভাবে সাজানো যেতে পারে। বামন চাঁদ ধরতে পারেনি। কিন্তু হাতটাতো তুলেছিল উপরে। সেটুকুই বা কম কি।



নিজের টিমের লোকদের যাঁরা ঠিকঠাক পথ দেখাতে পারেন না, যাঁদের কাজকর্মের মধ্যে কোনও পরিকল্পনা নেই, কোনও কাজ কেন করতে বা করাতে হচ্ছে এ নিয়ে যাঁদের স্বচ্ছ ধারণা নেই, যাঁরা কোনও কাজে সাফল্য পেলে ক্রিমটা একা খান কিন্তু অসফল হলে তার যাবতীয় দায় চাপিয়ে দেন অধস্তনদের উপর। থিওরি বলে, খারাপ বস্ সাধারণত হয়ে থাকেন এঁরাই

'মুকুট'টা টাইট করে নিজের মাথায় পরতেন, একা একা। আর যে মাসে হত না, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সামনে নিজের টিমকে বসিয়ে রেখে যাচ্ছেতাই গালমন্দ করতেন। প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন, তাঁর সমস্ত সদিচ্ছা আদিগঙ্গার পচা জলে ভাসিয়ে দিয়েছে তাঁর অপদার্থ টিম। যে ন অতলাস্ত্রিকের জন্য তাঁর সাতমহলা জাহাজ তৈরি ছিল।

তবে শুধু খারাপের কথাই বা বলি কেন। একজন ভাল বস কীভাবে হওয়া যায়, শুধুমাত্র ম্যানেজার নয়, একজন সর্বোত্তম লিডার হিসাবে নিজেকে কিভাবে গড়ে তোলা যায়, হাল আমলে তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তো আমাদের মধ্যেই ছিলেন, কয়েক বছর আগেও। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম। তাঁর বই পড়ে দেখেছি, তাঁর সম্পর্কে নানা ঘটনা এদিক ওদিক থেকে দীন ভিক্ষুকের মতো কুড়িয়ে নেওয়ার পর মনে হয়েছে, আজকের দিনে এমন কেন সত্যি হয় না আহা! তাঁর টিম ম্যানেজমেন্টের আলপনা স্পষ্ট হয় যত, আমাদের রাম-শ্যাম-যদু-মধুদের অফিসকাছারিগুলো কেমন যেন ধোঁয়াশা গ্রাস করে।

১৯৭৯ সাল। দেশের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র (ইসরো)-র চেয়ারম্যান তখন অধ্যাপক সতীশ

পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক করে শ্রীহরিকোটা থেকে রকেট উৎক্ষেপণ তো করা হল, কিন্তু হিসেবে, অক্ষে বড়সড় কিছু ভুল হয়ে গিয়েছিল। মহাশূন্যে যাওয়ার বদলে ওই রকেট গিয়ে পড়ল বঙ্গোপসাগরে। মিডিয়ায় হইচই। অধ্যাপক ধাওয়ান সেদিন মিডিয়ায় মুখোমুখি হয়েছিলেন। সাংবাদিকদের ক্যামেরার কৌতুহল, বিক্রম সামলেছিলেন নিজেই। কালামের গায়ে তার আঁচ লাগতে দেননি। তার ঠিক একবছর পর য'খন রকেটের সফল উৎক্ষেপণ হয়, সেদিন কিন্তু ধাওয়ান মিডিয়ায় অভিনন্দন কুড়োনের জন্য আসেনি। প্রেস কনফারেন্স পাঠিয়েছিলেন কালামকেই। তাঁর মনে হয়েছিল, প্রোজেক্ট ডিরেক্টর যিনি, হাততালিটা তাঁরই প্রাপ্য। ব্যর্থতার দায় তো তিনি নিজে নিয়েছেন। সেদিনের এই ঘটনা পাকাপাকিভাবে দাগ ফেলেছিল তরুণ প্রোজেক্ট ডিরেক্টরের মনে। জীবনে বহুবার, অজস্র বক্তৃতায় এই উল্লেখ করেছিলেন কালাম। বলেছেন, কাউকে হারিয়ে দেওয়াটা খুব সোজা। কিন্তু কাউকে জেতাটা খুব কষ্টকর।

আরও একটা ঘটনা। সন্তরজন বিজ্ঞানীর একটা দল জটিল প্রোজেক্টে কাজ করতেন। কাজের খুব চাপ।

কাজের পাহাড়ে বেলা গড়ায়। কাজ শেষ করার পর ওই বিজ্ঞানী দেখলেন, ঘড়িয়ে সাড়ে আটটা। বস্ও নেই। বাড়ি ফিরলেন। হতাশা। কী ভাবল তাঁর সন্তানরা? মাত্র একটা দিনও ম্যানেজ করতে পারা গেল না! তবে বাড়ি ফিরে যা শুনলেন, তাতে তিনি তাজব। স্ত্রী বললেন, 'সোয়া পাঁচটায় তোমার ম্যানেজার এসে বাচ্চাদের প্রদর্শনী দেখাতে নিয়ে গিয়েছেন। উনি বললেন, তোমার কাজের একটু চাপ। তাই উনিই চলে এসেছেন।' ম্যানেজার আর কেউ না। কালাম স্বয়ং।

আমি কোনও ম্যানেজমেন্ট গুরু নই। তবে কালামের নেতৃত্ব দেওয়ার, উপলব্ধি এবং জীবনদর্শনের যে ঘটনাগুলোর কথা বললাম, এদিক ওদিক ঘেঁটে আরও যা যা জানতে পারলাম, তার থেকে বলা যায় এমন নেতৃত্বের নাম সার্ভেন্ট লিডারশিপ। এর কোনও জুতসই বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে পেলাম না। প্রাচ্য হোক পা পাশ্চাত্য - এমন নেতৃত্বের উদাহরণ বেশি পাওয়া যায় না। সাধারণ লিডারশিপ পিরামিডের মাথায় বসে ক্ষমতায়নের কথা বলে। ছাদে বসে চোখ কুঁচকে দেখে সব ঠিকঠাক চলছে কিনা। অন্যদিকে, এক সার্ভেন্ট লিডার ক্ষমতা ভাগ করে নেন তাঁর অধস্তনদের সঙ্গে। যাঁরা

